টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৩রা বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 16th April 1969 { ৪৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও ধাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দ্য ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্যে জানাই নব-বর্ষের আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
ষ্টুডেণ্টস্‌ ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ — ফোন ৪৪
বিঃ দ্রঃ — রবীন্দ্র জন্ম পক্ষে বিশেষ কমিশন আপনার প্রয়োজনীয় বইয়ের অর্ডার দিন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ বর্ষ-বিদায় > বর্ষবরণ ॥

—০—

'শিবো হে এ কী তুমার সাজ, মাথায় বেঁধ্যাছ কেনে জটা'—গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিবের গাজন-উৎসবে মুখর হইয়া উঠে রাঢ়পল্লীর শিবের দেউল। ভক্তদের নিষ্ঠা ও সাজসজ্জা রুক্ষ চৈত্রের পরিশুষ্কতায় অন্তরের শুচিতা বহন করিয়া আনে। শিবলিঙ্গ পূজা পান দুধে-জলে, কচি আমে ও কচি বেলপাতায়। ঢাকের বাজনায় ভক্তহৃদয় রসাপ্লুত। শুরু হয় নানা রকমের অসাধ্যসাধনের ক্রিয়া অনুষ্ঠানে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার। মহাকালের গর্ভে লীন হয় একটি বছরের ক্লান্ত পরিক্রমার পুঞ্জিত গ্লানি। হু হু হাওয়ায় চৈত্রের চিতাভস্ম উড়িয়া যায় এদিক সেদিক। রাশি রাশি ঝরিয়া পড়া নিমফুল ঘোষণা করিতেছে—প্রাণের আবর্জনা সরাইয়া ফেলার দিন আসিয়াছে। পুরাতন বৎসরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া যাক; সকল কলুষতা হইতে মুক্ত হউক সংসার; ভাবীকালের কল্যাণ-স্পর্শে আনন্দে থাকুক 'খল্বিমানি ভূতানি'। সেই উদাত্ত আর্ত্তি—'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়…'। নীলপূজা ও চড়ক উৎসব বৎসরের সর্বশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বর্ষশেষের ঘোষক এরা। নূতনের আহ্বান জানাইতে হইবে। তাহার ডাক পৌঁছিয়াছে।

আমরা ১৩৭৫ সনকে বিদায় দিয়াছি। এই বিদায় অশ্রুভারাক্রান্ত নয়; শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস-সংপৃক্ত। ক্রমশঃই কালের কুক্ষিগত হইবার পথে ছুটিয়া চলিতেছি। বরণ করিয়াছি ১৩৭৬ সনকে। বৈশাখকে জানাইয়াছি 'এসো এসো'। মহাভৈরব বৈশাখ 'দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসী'। রুদ্রমূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব; তাঁহার বিষাণের ডাক শুনা যাইতেছে। সে ডাক নবীনকে, সে ডাক সবুজ প্রাণকে যে প্রাণ অমৃতের পথিক। আবার সে ডাক অতীতের স্বপ্নে বিভোর চিত্তকে সাড়া জাগায়। উঠ, জাগ। মহাকালের অনন্ত অতন্দ্র প্রহরার মাঝে ব্যাঘাত আনিও না। তাঁহার সঙ্গী হইতে না পারিলে কালের চক্রপেষণের অবসন্নতা কোন্ মঙ্গল আনিবে? ইহার চেয়ে আগামী যাত্রাপথকে অবারিত, বাধামুক্ত করো।

বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ—রুদ্র ও শিব একই পথের। ১৩৭৬ সালকে আমরা স্বাগত জানাই। একটি শতাব্দীর ছিয়াত্তর সালের বেদনাক্লিন্ন ইতিহাসে বাংলার বুকের ক্ষত সকলেই জানেন। তাই বলিয়া এবারের ছিয়াত্তর সালকে সেভাবে গ্রহণ করার কোন যুক্তি নাই কিংবা অনাগতের জন্য আশঙ্কাগ্রস্ত হওয়ার পিছনে কোন কারণ থাকিতে পারে না। পঁচাত্তর সালের পায়ের চিহ্ন নূতন বৎসরের পথে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহার আছে চরৈবেতি'-র বিধান।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে নূতন সরকারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার প্রকৃত কর্ম-কাল শুরু হইবে তন বৎসর হইতে। দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল জনগণের রায়ে বিদায় লইয়াছেন। এখন বর্ত্তমান সরকারের ঘোষিত কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ চলিবে। মানুষ পোষিত আশাপূরণে স্বস্তি ও মঙ্গলের সন্ধান পাইবে। তবে সেজন্য জনগণের অনেক দায়িত্ব আছে। নানা দল, নানা মতের মিলিত গুলবাগ এই পশ্চিমবঙ্গে স্ব স্ব রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির প্রচেষ্টা প্রবল হইলে অশান্তি বাড়িয়া যাইবে। আজ প্রধান প্রয়োজন দেশের সার্বিক সংস্কারের। এই প্রচেষ্টায় সকলের কল্যাণস্পর্শ চাই। গত বৎসরে কলিকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকটি ডাকাতি ও টাকা লুঠ করিয়া বেপাত্তা হওয়া চাঞ্চল্য জাগায় বৈকি। কাশীপুর অস্ত্রকারখানায় হাঙ্গামার দরুণ নিহত হতভাগ্যদের রক্তের আঁশটে গন্ধ এখনও পাওয়া যাইতেছে; কাঁচরাপাড়ায় গুলি চলিল আবার রতিবাটি কয়লা খনিতে বিপন্ন কর্মীরা সংশ্লিষ্ট কুশলীদের হারকিউলিসের কাজের ফলে অসম্ভব উপায়ে উদ্ধার লাভ করিলেন। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সুস্বাস্থ্য থাকার প্রয়োজন। সমস্যাদীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

নববর্ষবরণে আমরা সাল তামামী চাহি না। যাহা অনাগত তাহার সম্পর্কে অহেতুক অনিশ্চয় আশঙ্কা করিব না। পুরাতনকে শ্রদ্ধা এবং নবীন শুভেচ্ছা জানাই গভীর আন্তরিকতায়।

এক নিশ্বাসে
সন ১৩৭৬ সালের নূতন পঞ্জিকা
বর্ষ-ফল-গান

(বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের—সুরে)

এক নিশ্বাসে বলবো, শোন নূতন পাঁজি,
নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি।
বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ় দিবে দেখা,
শ্রাবণের পর ভাদ্র পরে আশ্বিন আছে লেখা।
কার্ত্তিক মাস গেলে হবে অগ্রহায়ণ পৌষ,
মাঘ, ফাল্গুন অন্তে চৈত্র গণনায় নাই দোষ।
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বেস্পতি, শুক্র, শনি,
পর পর ঠিক আসবে এবার দেখা গেল গণি।
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, নয়কো ত্রয়োদশী,
পর্য্যায়ক্রমে আসবে তিথি, গণলাম বসি বসি।
"বার্থ রেজিষ্টার, ডেথ রেজিষ্টার" সরকারের ঘরে,
দেখলে পরেই জানবে সবে কত জন্মে মরে।

আয়, ব্যয় ও স্থিতির হিসাব দেবেন 'এসেসর',
আয় চেয়ে ব্যয় বেশী হ'লে সেই হবে ফেরার।

খাবার জিনিস জুটবে না যার, রবে অনাহারে,
থাকতে খাবার দেয় না খেতে রাগে আর ডাক্তারে।

লটারীতে টাকা পেলে হঠাৎ কাঙাল—ধনী,
ব্যক্তিগত বর্ষফল ক্রমে দিচ্ছি গণি।

পাঁজি ভেদে দেখতে পাবে রাজা-মন্ত্রী ভেদ,
মোর গণনা শুনলে ঘুচে যাবে মনের খেদ।

ধনীর রাজা—"টাকার গরম", মন্ত্রী বহু তার,
দীনের রাজা—নাই, নাই, নাই" মন্ত্রী 'হাহাকার'!

যাদের ঘরে প্রবেশ নিষেধ সঙীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।

দ্বার খোলা যার সকল সময়, ভক্তি ক'রে ডাকে—
তাদের ডাকে মা কমলা পিছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে, মনে মনে গণিলাম এই টুক—
সুখীর ঘরে সুখ যাবে আর দুখীর ঘরে দুখ!
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার মরবে তারা,
পরমায়ু থাকতে এবার কেউ যাবে না মারা।
মেয়ের বিয়ে যত হবে, ছেলের বিয়ে তত!
'ডাইভোর্স' আর 'তালাক' হবে, লোকের রুচিমত।
কত লোকের গিন্নি যাবে শাঁখা সিন্দুর নিয়ে,
পাকা ঘুঁটি কাঁচবে অনেক ক'রে নূতন বিয়ে!
কত মেয়ের হাতের নোয়া শাঁখা যাবে খসি,
বাঁচবে য'দিন ইচ্ছা হয় তো করবে একাদশী।
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
ক'দিন কেঁদে ঠাণ্ডা হবে পেটে অন্ন গেলে।
বহু ছেলে পাশ হবে আর বহু ছেলে ফেল,
পদের তরে পরের পদে দিতেই হবে তেল!
কেউ বা হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল,
কেউ কাঁদিবে কেউ হাসিবে, দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয়, কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস্ হবে কতক হবে ডিক্রী।
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দু'এর উকিল ভরসা দিবে—মামলা যাবে জিতে।
হাকিম চাবেন 'ফাইল ক্লিয়ার' আমলা চাবেন 'এথি'
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মাল কিনে রেখেছে যারা, বল্‌বে বাজার চড়ুক—
নিজের ভাল সবাই চাবে, অন্যে মরে মরুক!
একের ভাল করতে গেলে, অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে যে বিপদগ্রস্ত ভগবান বেচারা!
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন, সুখে দুঃখে গড়ে।
দিবানিশি ভাবেন যারা, তারা হবে রোগা,
থাকবে সুখে, বলবে যারা, "যো হোগা সো হোগা"
রাজা হবার জন্য সবার আশা চিরকাল,
ফলে কিন্তু 'যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।'
নেহাৎ যাহার উন্নতিটা করবে ভগবান—
কচু আছে, ঘেঁচু হবে, বড় বাড়ো তো মান।

মর্ম্মান্তিক

পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট ইলেকট্রিক বোর্ডের কর্ম্মী কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার জঙ্গিপুর-গোফুরপুর বরজে মইএ উঠিয়া কাজ করিবার সময় বিদ্যুৎপিষ্ট হইয়া নীচে পড়িয়া যান। তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা আছে। তাঁহার পরিবারবর্গ নিঃসম্বল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। বিভাগীয় সহকর্ম্মিগণ ও স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার শব অনুসরণ করিয়া শ্মশানে যান। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ স্বর্ণ শিল্পী স্বর্গীয় মদনমোহন রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎকুমার রায় (কানু) ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনিও পিতার নিকট অলঙ্কার তৈরীর কাজ শিখিয়াছিলেন কিন্তু মোরারজী দেশাই এর স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বহু শিল্পীর সহিত তিনিও বেকার জীবনযাপন করার পর পথ-নির্ম্মাণ বিভাগে একটা চাকুরী যোগাড় করেন। তিনি বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীঅবনীকুমার রায় তাঁহার খুড়তুতো ভাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

সড়ক-মন্ত্রীর শুভাগমন

গত ১৩ই এপ্রিল রবিবার এস-ইউ-সির এক-বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সড়ক-মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জ্জী রঘুনাথগঞ্জ আগমন করেন। রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন।

সুবর্ণ সুযোগ! আসিয়াছে

আপনাদের শহরে সারা ভারত বিখ্যাত

ঐ ন্দ্র জা লি ক

প্রফেসর বাবলু, A. I. M. C.

ও তাঁহার

ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী

অনুসন্ধান স্থান—**শ্রীহোটেল,** রঘুনাথগঞ্জ

বাসন ব্যবসায়ীর মৃত্যু

বিগত ২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার খাগড়ার প্রসিদ্ধ বাসন ব্যবসায়ী স্বর্গীয় হীরালাল পাল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণচন্দ্র পাল মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নামজাদা চিত্র-শিল্পী বিভূতি-ভূষণ মল্লিক মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় বহরমপুর সফরকালে এই দোকান হইতে খাগড়ার প্রসিদ্ধ কাঁসার বাসন ক্রয় করেন। পরে বসু-পরিবারের ফরমাস মত বাসন লক্ষ্মণ বাবু কলকাতায় পাঠাইতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

পল্লীপথে আলোক দান

বিগত ২৭শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুরের সুযোগ্য জনপ্রিয় মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুতী থানার লক্ষ্মীপুর ও খাঁপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের পথে আলোক দানের ব্যবস্থা হয়। মহকুমা-শাসকের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মিনতি দাশগুপ্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম আলোর বাতিটী প্রজ্বলিত করেন।

গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী জমি বিক্রয়

বর্ত্তমান জঙ্গিপুর হাসপাতালের পূর্ব্বদিকে ১৭ শতক গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী জমি বিক্রয় হইবে। রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ায় "শিবদুর্গা বস্ত্রালয়ে" অনুসন্ধান করুন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

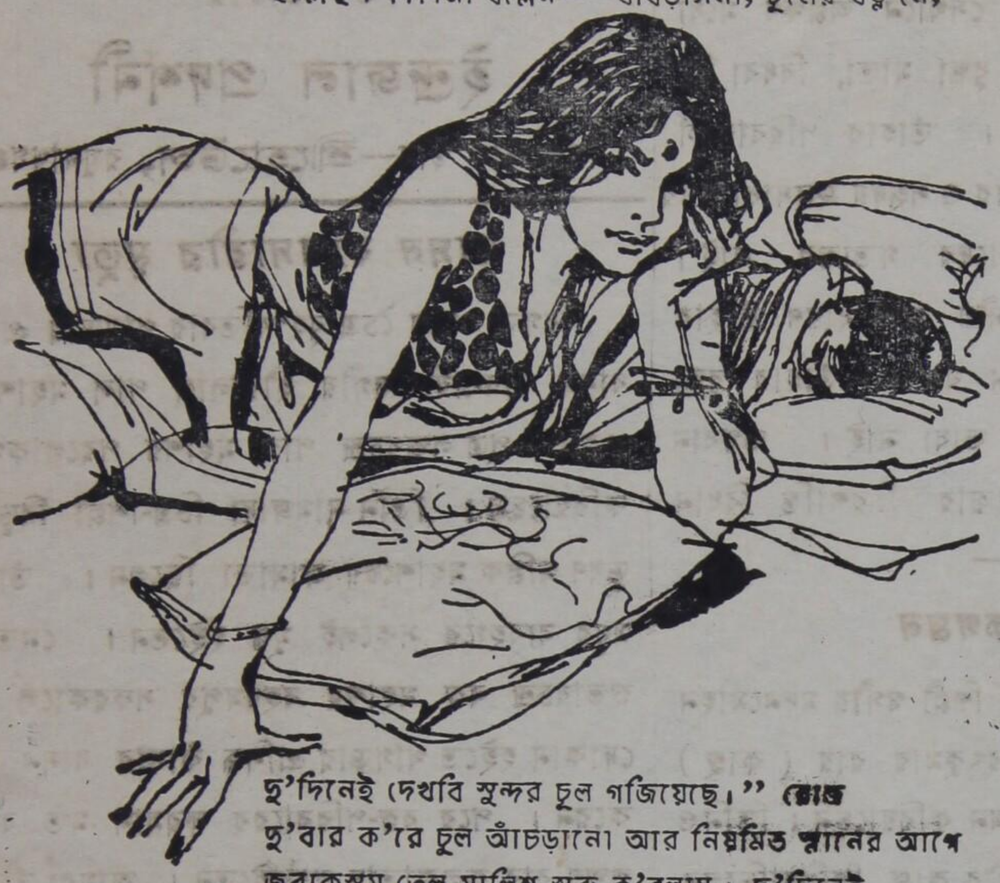

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস

৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১

টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও গোডাউন

৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)